ঝিনাইদহে জুলাই পুনর্জাগরণে লাখো কন্ঠে শপথ পাঠ

ঝিনাইদহে জুলাই পুনর্জাগরণে সমাজ গঠনে লাখো কন্ঠে শপথ পাঠ অনুষ্ঠান ও সেবা মেলায় বিভিন্ন স্টলে সেবা প্রদান করা হয়।

শনিবার জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ শপথ অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনে আরা, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ুব হোসেন, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো: আব্দুল কাদের, সমাজ সেবা কর্মকর্তা মমিনুর রহমান, হাসানুজ্জামান, সদর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক, শহর সমাজ কর্মকর্তা আফাজ উদ্দীন, হাসপাতাল সমাজ সেবা কর্মকর্তা মুরাদ হোসেন, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রোমেনা বেগম, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক চন্দন বসু মুক্ত,ডাক্তার সাদিফ ইয়ামিন রাহাত, শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার উপ-পরিচালক শাহনুর রেজা, প্রকল্প কর্মকর্তা পৃথা মন্ডলসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে স্টল ঘুরে সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও গোল্ডেন ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করেন।

এমবিবিএস ডাক্তার দারা ডায়বেটিস ফ্রি পরীক্ষা করা হয়, ৫০ বতল স্যানিটাইজার বিতরন, ৫০টি মশারী বিতরন, বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ, ৫০টি ছাতা বিতরণ, ১০ প্যাকেট মাক্স বিতরণ, ডিজিটাল মিটারে ওজন মাপা, প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার (ঠেলাগাড়ি) বিতরণ সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে ব্যাবসায়ী সুদীপ হত্যার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে গড়িমিসি’র অভিযোগ

ঝিনাইদহের ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ও সন্দেহের দানা বাঁধছে। ঘটনার ২০ দিন পার হলেও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার বন্ধুমহল ও স্বজনরা।
বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী সুদীপের মৃত্যুকে ‘সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ দাবি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বন্ধু সওগাতুল ইসলাম হিমেল।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির লোভে গত ৫ জুলাই রাতে সুদীপকে তার সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার হত্যা করে। এরপর বিষয়টি আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে থাকে।
লিখিত বক্তব্যে হিমেল আরো বলেন, মরদেহে মাথা, পিঠ ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা আত্মহত্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৃত্যুর পর তার পিতা সুনীল জোয়ারদার, সৎ মা ও সৎ ভাই তাড়াহুড়া করে লাশ দাহ করার চেষ্টা করেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন সুদীপ পারিবারিকভাবে অবহেলা ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নিয়েও তাকে মাত্র ১৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে হতো।
সংবাদ সম্মেলনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট ২০ দিনেও না আসায় তদন্তের গতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার বন্ধুরা আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশের দাবি জানিয়ে জানান, বত্যয় ঘটলে তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সুদীপ জোয়ার্দারের মামা প্রভাত রায়, ফুপা দেব প্রসাদ রায়, বন্ধু মহলের আবিদ হাসান নয়ন, বাদশা বুলবুল, ফাহাদ মাহমুদ, মেহেদী হাসান, শোভন সাহা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, এম এম মনিরুজ্জামান, সামিউল হক ও স্বাধীন রহমানসহ প্রতিবেশিরা
উল্লেখ্য ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের রহস্যজনক মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ ও ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন, বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি

প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় স্কুল শিক্ষিকা নিহত

ঝিনাইদহের ভাটই বাজারে ট্রাক চাপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা নিহত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় ভাটই আখ সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাসরিন সুলতানা হরিণাকুন্ডুর দুর্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ও কন্যাদাহ মনির উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আমিরুল ইসলাম জীবনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, ভাটই বাজার থেকে বাজার করে নাসরিন সুলতানা ও তার স্বামী আমিরুল মোটর সাইকেল যোগে বাড়ী ঝিনাইদহের দিকে ফিরছিলো। পথিমধ্যে ভাটই আখ সেন্টারের সামনে পৌছালে পিছন দিক থেকে একটি বালিবোঝাই ট্রাক তাকে ধাক্কায় দেই। এসময় সে মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ঐ ট্রাকের চাকার নিচেই পড়ে পৃষ্ট হয়ে যায়। এতে তার শরীরের উপরের অংশ ছিন্নবিন্ন হয়ে ঘটনা স্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নাসরিন সুলতানা দুই সন্তানের জননী। বড় মেয়ে এবছর এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে এবং ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। তার মৃত্যু সংবাদে পরিবার এবং সহকর্মীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যঞ্জয় বিশ্বাস দূর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ঝিনাইদহে গাছের চারা রোপন ও বিতরণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঝিনাইদহে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (২৩ জুলাই) সকালে শহরের জাবেদা খাতুন একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উব্দোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান জেলা শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর শাহা এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

সেসময় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুর রউফ, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন, জাবেদা খাতুন একাডেমির প্রধান শিক্ষক সরিফুজ্জামানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে পাওনা আদায়ের জন্য আটকে রাখা চাতাল শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য নেছার আলী (৫৫) নামে আটকে রাখা এক চাতাল শ্রমিকের মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহত নেছার আলী যশোরের চৌগাছা উপজেলার কান্দি গ্রামের মৃত সোনা মন্ডলের ছেলে।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) সকালে ঝিনাইদহের ত্রিমোহনী বাজারে শরিফুলের চাতালে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহতের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাতাল শ্রমিক নেছার আলী ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী দীর্ঘদিন শরিফুলের চাতালে কাজ করতো সেই সুবাদে নেছার আলী শরিফুলের নিকট থেকে ১ লাখ ৫০হাজার ধার নেই কিন্তু দীর্ঘদিন সেই টাকা পরিশোধ না

করে এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে যায়। বেশ কিছুদিন খোজাখুজির পর গত ২১ জুলাই সোমাবার সকাল ১০টার দিকে কোটচাঁদপুরের তালেরসর বাজার থেকে নেছার এবং তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসে শরিফুল। ধরে আনার পর তাদের কে টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে এবং সেসময় মারাধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পরে রাতে তাদের কে শরিফুলের ওই চাতালের বদ্ধ ঘরে আটকে রাখে। সকালে স্ত্রীকে অন্য জায়গায় রেখে নেছারের উপরে টাকা আদায়ের জন্য নির্যাতন করা হয় বলে তার স্ত্রী দাবি করেণ। কিছুক্ষন পরে নেছার অচেতন হয়ে পড়লে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায় এই রোগী হাসাপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। নেছারের স্ত্রী এবং স্বজনদের দাবি নেছার আলী অতিরিক্ত মারধরের ফলে মারা গেছে।

এদিকে মিল মালিক শরিফুলের পক্ষ থেকে জানান, নেছার টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমারা তাকে কোন মারধর করেনি। দীর্ঘদিন টাকা নিয়ে পরিশোধ করেনা এজন্য আমরা তাকে ধরে এনেছিলাম টাকা আদায়ের জন্য। তবে কোন নির্যাতন করেনি। ভোক্তভোগী নেছারের বোন এবং স্বজনরা, নেছার গরিব মানুষ বলে ঘটনাটি ধামাচাপা না দিয়ে শুষ্ঠু তদন্ত করে দোষিদের প্রকৃত বিচারের দাবি জানান।

ঝিনাইদহে প্রবাসীর জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে এক সৌদি প্রবাসীর জমি জোরপূর্ব দখল করে প্রাচির নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৯ জুলাই সৌদি প্রবাশী হায়দার আলীর জমির প্রাচীর আতিকুর রহমান ও তোতা মিয়া জোর পূর্বক ভেঙ্গে দখল করে নেয়। এঘটনায় হায়দার আলী প্রবাশে থাকায় তার স্ত্রী লাবনী খাতুন (মিতা) থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে জানাযায়, বৈডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী মোঃ হায়দার আলী , পিতা মৃত হযরত আলী দীর্ঘদিন সৌদিতে থাকেন। তিনি গত

৪বছর আগে ৩১ নম্বর সাধুহাটি মৌজার ২৩৪৮ খতিয়ানের ৪৬৩৫নং দাগের ১৪ শতক জমির মধ্য হতে ৭ শতক জমি ক্রয় করে মালিকের নিকট থেকে বুঝিয়া নেয় এবং সীমানা নির্ধরণ করে ইটের প্রাচীর দেয়।

হায়দার আলী কয়েক মাস দেশে থাকার পর গত ১৮ তারিখে আবার সৌদে ফেরত গেলে ১৯ তারিখে পার্শবর্তী জামির মালিক মশিয়ারের ভাই আতিকুল এবং তোতা মিয়া সন্ত্রাসী ভাড়া করে এনে উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে সামনের ১১ফিট জমি দখল করে পূনরায় নতুন প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু করে।

এ অবস্থায় হায়দার আলীর স্ত্রী মোছাঃ লাবনী খাতুন মিতা গত ১৯ জুলাই ঝিনাইদহ সদর থানায় আতিকুর, তোতামিয়া এবং দুলাল এর নাম উল্লেখ করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, তার স্বামী মোঃ হায়দার আলী ৩১ নম্বর সাধুহাটি মৌজার ২৩৪৮ খতিয়ানের ৪৬৩৫ নং দাগের ১৪ শতক জমির মধ্য ক্রয়সূত্রে মালিক নিপা খাতুনের নিকট থেকে ৭ শতক জমি ক্রয় করে।

সেই মোতাবেক উক্ত জমি দীর্ঘদিন ভোগ দখল করে আসতেছি। জমিটি ডাকবাংলা ত্রিমোহনী বাজারের সংলগ্ন ইসলামিক ব্যাংক, ডাকবাংলা শাখার দক্ষিণ পাশে বাগাট মিষ্টান্ন ভান্ডার সংলগ্ন। এই জমি নিয়ে একটি মামলা ছিল যার নাম্বার ২২০/২৫ যাহা আদালতের রায়ে তার স্বামীর অনুকূলে হয়েছে বলে দাবি করেন।

ইতিমধ্যে তার প্রবাসী স্বামী বেশকিছুদিন দেশে থাকার পর আবার ১৮জুলাই প্রবাসে ফিরে গেলে ১৯ জুলাই আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে ১০-১৫ জন শ্রমিক তার স্বামীর দখলকৃত জায়াগার চারিদিকে ইট দিয়া প্রাচীর ভেঙে ফেলে। লাবনী জানান এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লোক মারফত খবর পেয়ে আমি উক্ত স্থানে গেলে আমাকেও বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বাধ্য হয়ে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করি।

উক্ত ঘটনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রবিবার সকাল দশটার সময় ঘটনা স্থলে সাংবাদিক গেলে সেখানে সরেজমিনে দেখা যায় যে, মিস্ত্রিরা নতুন দেওয়াল তৈরি করছেন এবং পুরানো দেয়াল ভেঙ্গে সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে বাঁদ পুকুরিয়া গ্রামের তোতা মিয়ার সাথে কথা বললে তিনি বলেন, যে এই জমিতে ১৪৪ ধারা মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে দখল সত্ব অবস্থানে থাকার। ১৪ শতক জমির আমরা ৭ শতকে কাজ করছি বাকি হায়দার আলীর রয়েছে ৭শতক। আমরা কারো জমি জোর

করে দখল করে নাই। তবে ওখানকার উপস্থিত কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি।

এবিষয়ে হায়দারের স্ত্রী লাবনী খাতুন বলেন জমির দলীল মোতাবেক আমরা যে অংশ পাব সেটা না দিয়ে মশিয়ার তার ভাই সন্ত্রাসী অতিকুর ও তোতা মিয়া জোর করে আমাদের প্রাচীর ভেঙ্গে ১১ফিট দখল করে নিয়েছে।

উক্ত ঘটনা তদন্ত কর্মকর্তা ডাকবাংলা ক্যাম্পের এসআই লিটন রাকিবের সাথে কথা বললে তিনি বলেন এই ঘটনা নিয়ে যেহেতু আদালতে মামলা আছে সেহেতু আদালত এই ঘটনা নিষ্পত্তি করবে। তবে তারা যে দেওয়াল ভেঙে ফেলেছে সেই ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সেখানে গিয়ে দেওয়াল ভাঙ্গা বন্ধ করা হয়েছে।

এই অভিযোগ প্রসঙ্গে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন সত্যতা স্বীকার করে বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাকবাংলা ক্যাম্পের এস.আই লিটনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছি।

ঝিনাইদহে হেফাজতে ইসলামের সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অফিস স্থাপন ও হেফাজতে ইসলামের প্রতিবাদ সমাবেশকে জঙ্গি নাটক সাজানোর প্রতিবাদে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে শহরের কফি হাউজ মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ হেফাজতে ইসলাম ঝিনাইদহ জেলা শাখা। এতে দলটির জেলা শাখার সভাপতি মুফতী আরিফ বিল্লাহ কাসেমী, সহ-সভাপতি মুফতি জাকারিয়া, মুফতী এজাজ, যুগ্ম সম্পাদক মুফতী যোবায়ের, অর্থ সম্পাদক মুফতি ইলিয়াচ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আশরাফসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলন থেকে অভিযোগ করা হয়, বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অফিস স্থাপন করার কারণে জাতীয় সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ আসতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি বিদেশিদের ইশারায় নির্ধারণ হওয়ার আশংকাও রয়েছে।

হেফাজতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশকে পরিকল্পিতভাবে ‘জঙ্গি নাটক’ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলন থেকে দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অফিস প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

ঝিনাইদহে কৃষকদলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রবিবার সকালে শহরের চক্ষু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ।

এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা কৃষকদলের আহবায়ক ওসমান আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক,শামসুর রহমান,যুগ্ম আহবায়ক, আব্দুর রশিদ মোহনসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, “শহীদদের আদর্শকে বুকে ধারণ করে দেশের পরিবেশ রক্ষায় এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কৃষকদল এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে।”

অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে চক্ষু হাসপাতাল চত্বরে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

খুলনা থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে সংরক্ষন

খুলনা সিএসডি খাদ্য গুদাম থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে গুদামজাত করা হয়েছে। শুক্রবার দিনব্যাপি এসব পচাঁ গম ৪টি ট্রাক থেকে আনলোডের মাধ্যমে গুদামে রাখা হয়।

জানা যায়, খুলনা সিএসডির চলতি দায়িত্বে থাকা সহকারী ব্যবস্থাপক পূর্নিমা মন্ডল স্বাক্ষরিত ১৬জুলাই ৪টি ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে এসব পচাঁ গম ঝিনাইদহ সদর উপজেলা খাদ্য গুদামে (সদর এলএসডি তে পাঠায়। বৃহস্পতিবার ভোরে ঝিনাইদহ সদর সরকারী খাদ্য গুদামের (সদর ওসিএলএসডি) গেটে ৪টি ট্রাকে ৬৬টন পঁচা গম নিয়ে প্রবেশ করে। প্রথম জেটি-১১-১৮২৪ নম্বর ট্রাকে ২৯৫ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৮৭০ টন, দ্বিতীয় জেটি-১১-১২৯৬ নম্বর ট্রাকে ২৯৬ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৭৭৯ টন,তৃতীয় ডিএমটি-২৪-৩৭৭৯ নস্বর ট্রাকে ২৮৮ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৫৯০টন, চতুর্থ আরজেএমটি-১১-০৩৮১ ট্রাক নম্বরে ৩০০ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৬৮৬টন। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে লেখা ছিলো পন্যের নাম লাল গম এবং গুনগত মান ডিএসডি-থ্রি। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে খুলনা সিএসডির তল্লাসি ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিলো। কিন্তু গমের ভি-ইনভয়েস দেখে উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন মালের মান বুঝে নিতে গিয়ে দেখেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের পচাঁ গম। তখন ট্রাক গুলা আনলোড না করে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে। অফিসের মাধ্যমে খবর পেয়ে খুলনার বিভাগীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যলয় থেকে একটি পরিদর্শক টিম এসে এই নিম্ন মানের পচাঁ গম ঝিনাইদহ খাদ্য গুদামে রাখার চাপ দিলে ঝিনাইদহ সদরের খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত গুদাম রক্ষক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন তা গুদামজাত করতে বাধ্য হন। এই নিম্ন মানের ৬৬ টন গম ফেরত না দিলে ঝিনাইদহের উপকার ভোগী ভোক্তা বা গ্রাহকগণ চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আগামীতে আরো দুইশ টন গম আসার কথা সেটাও নিম্ন মানের মাল পাঠাবে বলে ধারণা করা যায়।

গাড়ীর চালক ও হেলপাররা জানায়, খুলনার বৈকালী থেকে গম লোড করার সময় তারা দেখতে পান গম পঁচা, নিন্মমানের ও ধুলায় পরিপুর্ন। যেগুলা আটা করে খাওয়ার অনুপোযী। সাধারণ মানুষকে এগুলা খাওয়ালে তার রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। যেহেতু আমরা পরিবহনের দায়িত্বে তাই কিছু বলতে পারিনি। আমার জেলা গুদামে আসারপর আপনাদেরকে জানাতে পারলাম।

এদিকে দুইদন ট্রাক আটকিয়ে রাখায় তখন ট্রাকের চালক এবং ট্রাক মালিকদের সাথে খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার পর্যন্ত দুদিন ট্রাক আটকিয়ে রাখার দায়ে হরিণাকুণ্ডুু ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান লিটন তার ট্রাকের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক-বিতান্ডার সৃষ্টি হয়। তখন ঝিনাইদহ চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাট্রিজ এর সভাপতি ও জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ঘটনাস্থলে পৌছে উভয় পক্ষের মধ্যস্ততায় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি মিমাংশা করেণ এবং ট্রাক থেকে মাল আনলোড করে ট্রাকগুলো ছেড়েদেন।

এবিষয়ে সদর উপজেলা খাদ্য পরদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন নিম্ন মানের গম হওয়ায় আমি ট্রাক আটকিয়ে দিয়েছিলাম, ট্রাকগুলো ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বিশেষ কারণে এই গম আমার রাখতে হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত ) প্রিয় কমল চাকমা’র বলেন আমি ছুটিতে বাড়ী থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানিনা। রবিবার এসে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

ঝিনাইদহ আইএইচটি’র পলাতক ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের চাকরী

এখনো বহাল !

অর্ধশত ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, রাসুল পাক (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং মেয়েদের পর্দা নিয়ে বাজে মন্তব্য করা ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির (আই.এইচ.টি) ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস এখনো চাকরিতে বহাল রয়েছেন।

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর ভারতে পালিয়ে যাওয়া কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলেও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে চাকরীচ্যুত করতে পারেনি। এ নিয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে নতুন করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে বলে নতুন করে আশংকা দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্বৈরাচারের দোসররা ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ফলে বিনা ছুটিতে প্রায় এক বছর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। তিনি এখনো চাকুরীতে বহাল রয়েছেন।

আইএইচটি’র একটি সুত্র জানায় ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠায় কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস পালিয়ে যান। ২০২৪ সালের ২ সেপ্টম্বর তিনি অজ্ঞাত স্থান থেকে পদত্যগপত্র পাঠিয়ে ভারতে পালিয়ে যান। ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র ছাত্র নাইমুল হাসান মারুফ কার্ত্তিক গোপালকে একমাত্র আসামী করে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করেন, যার মামলা নং ঝিসিআর-৮০৯/২৪। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক ফারুক আযম ঝিনাইদহ ডিবিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

এদিকে বিষয়টি তদন্তের জন্য গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টম্বর পাঁচ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন ১৯৩৯ নং স্মারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ও ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দোষ প্রমানিত হয়। এ খবর নিশ্চিত করেন আইএইচটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ রেজিনা আহম্মেদ।

এদিকে ২০২৫ সালের ১৪ মে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের